সংবাদ

তারিখ 06 JAN 2007
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪

এলিট শ্রেণীর ইংলিশ মিডিয়াম শিক্ষা ব্যবস্থা

অধ্যক্ষ গোলসান আরা বেগম

ইংলিশ মিডিয়াম শিক্ষা ব্যবস্থা বলতে বিত্তশালী, আমলা, এলিট ব্যবসায়ী পিতা-মাতার সন্তানদের অত্যাধুনিক হালের পড়াশোনার কারিশমাকে বুঝায়। ঢাকা শহর এমন কী মফস্বল এলাকার অলি-গলিতে অত্যাধুনিক শিক্ষা পসরা সাজিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে রঙবেরঙের আকর্ষণীয় সাইন বোর্ড নিয়ে এই ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। অতি আগ্রহী ও উচ্চাভিলাষী বাবা-মা তাদের সোনামণিকে মুখের ফিডার সরাতে না সরাতেই আধো ঘুমন্ত অবস্থায় ব্যাগ বোঝাই বই সাজিয়ে আকর্ষণীয় ড্রেসে পৌঁছে দেন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে। এই ধরনের স্কুলগুলোতে খেলাচ্ছলে, কবিতায়, গানে, নৃত্যে আকর্ষণীয় শিক্ষা পোকয়নে শিশুকে সম্পৃক্ত করে মায়ের অজান্তেই পৌছে দেয় পড়ার জগতে। রঙ পেন্সিল দু'আঙুলে তুলে আঁকিঝুঁকি করতে করতে কখন যে বর্ণমালার জগতে পা রাখে শিশুটি নিজেও তা জানে না। প্লে-গ্রুপ, নার্সারি, কেজি বা কেজি ওয়ান, কেজি টু শ্রেণী অতিক্রম করে শিক্ষার্থীকে পৌছতে হয় শিক্ষার প্রথম স্তর প্রথম শ্রেণীতে। জীবনের গোড়াতেই প্রতিটি শিশুকে প্রথম শ্রেণীতে পা রাখতে গিয়ে ব্যয় করতে হয় অতিরিক্ত শ্রম, ঘাম ও সময়।

ইংরেজি মিডিয়াম প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে রয়েছে নিজস্ব স্টাইলের পরিচালনা পদ্ধতি। উচ্চহারের বেতন আদায়, আকর্ষণীয় ড্রেস, অত্যাধুনিক রীতিনীতি প্রবর্তন, উন্নত সিলেবাস অনুসরণ, শ্রেণী শিক্ষায় অডিও ভিডিও সংযোজন ইত্যাদি বহুবিধ অতিরিক্ত জৌলুস ইংরেজি মিডিয়াম শিক্ষাকে পরিণত করেছে বিত্তবানদের বিলাস সামগ্রীতে। নিম্ন শ্রেণীর কেন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মা-বাবার ইচ্ছে থাকলেও তাদের সন্তানকে এই ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠাতে পারেন না। শ্রেণী শিক্ষার অংশ হিসেবে প্রতিটি শিশুর জন্মদিন উদযাপন, বেস্ট শিক্ষার্থীকে উৎসাহ জুগিয়ে পুরস্কৃত করা, অমুক পার্বন, তমুক প্রতিযোগিতা এই সব প্রতিষ্ঠানের বাড়তি আকর্ষণ। এই মাধ্যমে পড়াশোনার ব্যয়ভার যত বেশিই হোক না কেন তবুও ছাত্রছাত্রী বা নিত্য নতুন প্রতিষ্ঠানের অভাব নেই। প্রতিটি শিক্ষার্থীর প্রতি প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের থাকে আলাদা সুদৃষ্টি। তাই বাবা-মা তাদের সন্তানকে এসব প্রতিষ্ঠানে পড়িয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। সুসজ্জিত লাইব্রেরি, আরামদায়ক ট্রান্সপোর্ট, হিমশীতল ক্লাস রুম, লাঞ্চের সুব্যবস্থা, বার্ষিক বনভোজন, শিক্ষা সফরসহ হরেক রকম বিনোদনের আয়োজন রয়েছে এই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থায়। ধনীর দুলাল-দুলালীদের শিক্ষা গ্রহণ করতে গিয়ে কষ্টের ফুল টোকাটিও সহ্য করতে হয় না। এখান থেকেই তৈরি হয় উচ্চাভিলাষী ধনিক শ্রেণীর শ্রমিক। এরা আরাম আয়েশে পড়াশোনা শেষ করে কাদা মাটির সোনার বাংলায় নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে না। সুখের ঘি খুঁজতে গিয়ে শ্রম বিনিয়োগ করে বিদেশের সেবায়। শ্রেণী বৈষম্য সৃষ্টি হয় এভাবেই।

ইংরেজি মিডিয়াম শিক্ষা কার্যক্রমের ওপর সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ বা খবরদারি নেই। যার যখন ইচ্ছা যেখানে সেখানে নিজস্ব স্টাইলে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল চালু করতে পারে। এমনকি প্লে-গ্রুপ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ইচ্ছা মাফিক পরীক্ষা পদ্ধতি, পাঠ্যসূচি নির্বাচন, সিলেবাস প্রবর্তন করতে পারে। তবে 'ও' এবং 'এ' লেবেল যা যথাক্রমে এসএসসি ও এইচএসসি সমমানের, এই পরীক্ষা দুটির প্রশ্ন প্রণয়ন, খাতা মূল্যায়ন, সার্টিফিকেট প্রদান, সিলেবাস বিন্যাস ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে ব্রিটিশ কাউন্সিলের মাধ্যমে ব্রিটেন কর্তৃপক্ষ। এই দুটি পরীক্ষা আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন বলে ব্রিটেনের নির্দেশনা অনুযায়ী বিভিন্ন দেশে একই সময় এবং একই ধরনের প্রশ্ন পত্রের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়। হরতাল, অবরোধ বা জাতীয় ক্রাইসিসের কারণে পরীক্ষার তারিখ বা সময় পরিবর্তন হয় না। আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন 'এ' এবং 'ও' লেবেল পাস করা শিক্ষার্থীরা পৃথিবীর যে কোন প্রান্তের উচ্চ শিক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারে। এই ধরনের শিক্ষার্থীরা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে গিয়ে একটা মোটা অংকের অর্থ বিদেশের কোষাগারে পৌছে দেয়। 'এ' লেভেল সনদধারী শিক্ষার্থীরা ভর্তির ক্ষেত্রে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর তীব্র প্রতিযোগিতায় কুলিয়ে উঠতে পারে না। আবার অনেকেই রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সেশন জট এড়াতে গিয়ে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে চায় না। ফলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষার্থী দিয়ে বোঝাই হয়ে যায়। লাখ লাখ টাকা ব্যয় করে এই এলিট সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রিটিও আয়ত্ত করে আরাম আয়েশে সাবলীলভাবে ইংরেজিতে কথা বলার পারঙ্গম হওয়ায়, এরাই আন্তর্জাতিক যোগাযোগ রক্ষাকারী এনজিও, দূতাবাস, বিদেশী বিভিন্ন সংস্থা ও প্রাইভেট ব্যাংক পাড়ায় চাকরি জুটিয়ে নেয় অনায়াসে। কেউ কেউ যারা বিদেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে যায় তারা শিক্ষা শেষে দেশে ফিরে এলেও সিংহ ভাগ রয়ে যায় বিদেশবিভূঁইয়ে। এরাই হয় প্রবাসী বাংলাদেশী এবং এদের শ্রম, ঘাম, মেধা ব্যয় করে বিদেশ উন্নয়নে।

সরকারি নিয়ন্ত্রণ না থাকায় ঢাকা শহরের বাহিরের কথা বাদ দিলে শুধু রাজধানীতে কতটি ইংরেজি মিডিয়াম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে তার সঠিক পরিসংখ্যান নেই। তবে তথ্য অনুসন্ধানে জানা যায় ষষ্ঠ থেকে 'ও' লেবেল (দশম) শ্রেণী পর্যন্ত স্কুলের সংখ্যা ৯৪টি। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ৩৬ এবং 'ও' লেবেল প্রতিষ্ঠান ৫৮টি। ১৯৯৯ এ ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলোকে সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীনে আনার উদ্দেশ্যে রেজিস্ট্রেশন করার নির্দেশ দেয়া হয়। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলোর রেজিস্ট্রেশন প্রদান করে থাকে। ২০০৩ এ ৪টি, ২০০৪ এ ৭টি, ২০০৫ এ ২৫টি সর্বমোট ৩৬টি প্রতিষ্ঠান রেজিস্ট্রেশনভুক্ত হয় কিছু নিয়মনীতি অনুসরণ করে। তবে সরকারি নিয়ম তোয়াক্কা না করে বহু প্রতিষ্ঠান রয়েছে রেজিস্ট্রেশন ভুক্তির বাহিরে। 'ও' লেবেল পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানগুলোর রেজিস্ট্রেশনের দায়িত্ব দেয়া হয় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডকে। এ পর্যন্ত ১০৯টি 'ও' লেবেল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সরকারি বিধি অনুসরণ করে ৫৮টি প্রতিষ্ঠান মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ঢাকা এর আওতায় এসেছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক তথ্য বিবরণীতে জানা যায়, ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলের সার্বিক শিক্ষা কার্যক্রম একটি নিয়মের মধ্যে আনতে অন্যান্য শিক্ষা বোর্ডের আদলে স্বতন্ত্র বোর্ড গঠন করার পরিকল্পনা চলছে। এই বোর্ড ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোর বই, সিলেবাস, পরীক্ষা ও ফলাফল ঘোষণাসহ সার্বিক দায়িত্ব পালন করবে কিছু শর্ত সাপেক্ষে। বাংলা, গণিত ও ধর্ম এই তিনটি বিষয়কে আবশ্যিক হিসেবে এসব স্কুলে পড়াতে হবে। শুধু তাই নয় 'এ' এবং 'ও' লেবেল পর্যায়েও এই তিনটি বিষয় আবশ্যিক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত থাকবে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে ব্রিটেন কর্তৃপক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন 'এ' এবং 'ও' লেবেল পরীক্ষায় ওই বিষয়গুলো আদৌ কি আবশ্যিক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে? এরই মধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) চেয়ারম্যানকে আহ্বায়ক করে একটি কমিটি গঠন করেছে। ওই কমিটি স্বতন্ত্র বোর্ড গঠন করার কার্যক্রম বাস্তবায়িত করতে পারলে অদূর ভবিষ্যতে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোতে বিরাজমান অব্যবস্থাপনা বহুলাংশে হ্রাস পাবে। কিন্তু এ এবং ও লেবেলের শিক্ষা কার্যক্রম কী দেশীয় যথাক্রমে এসএসসি ও এইচএসসির আদলে হবে? তা না হলে– শিক্ষা বোর্ড রেজিস্ট্রেশন করা ছাড়া কী দায়িত্ব পালন করবে?

ইংরেজি মিডিয়ামের 'এ' এবং 'ও' লেবেলের

ইংরেজি মিডিয়াম প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে রয়েছে নিজস্ব স্টাইলের পরিচালনা পদ্ধতি। উচ্চহারের বেতন আদায়, আকর্ষণীয় ড্রেস, অত্যাধুনিক রীতিনীতি প্রবর্তন, উন্নত সিলেবাস অনুসরণ, শ্রেণী শিক্ষায় অডিও ভিডিও সংযোজন ইত্যাদি বহুবিধ অতিরিক্ত জৌলুস ইংরেজি মিডিয়াম শিক্ষাকে পরিণত করেছে বিত্তবানদের বিলাস সামগ্রীতে। নিম্ন শ্রেণীর কেন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মা-বাবার ইচ্ছে থাকলেও তাদের সন্তানকে এই ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠাতে পারেন না। শ্রেণী শিক্ষার অংশ হিসেবে প্রতিটি শিশুর জন্মদিন উদযাপন, বেস্ট শিক্ষার্থীকে উৎসাহ জুগিয়ে পুরস্কৃত করা, অমুক পার্বন, তমুক প্রতিযোগিতা এই সব প্রতিষ্ঠানের বাড়তি আকর্ষণ। এই মাধ্যমে পড়াশোনার ব্যয়ভার যত বেশিই হোক না কেন তবুও ছাত্রছাত্রী বা নিত্য নতুন প্রতিষ্ঠানের অভাব নেই। প্রতিটি শিক্ষার্থীর প্রতি প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের থাকে আলাদা সুদৃষ্টি। তাই বাবা-মা তাদের সন্তানকে এসব প্রতিষ্ঠানে পড়িয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। সুসজ্জিত লাইব্রেরি, আরামদায়ক ট্রান্সপোর্ট, হিমশীতল ক্লাস রুম, লাঞ্চের সুব্যবস্থা, বার্ষিক বনভোজন, শিক্ষা সফরসহ হরেক রকম বিনোদনের আয়োজন রয়েছে এই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থায়। ধনীর দুলাল-দুলালাদের শিক্ষা গ্রহণ করতে গিয়ে কষ্টের ফুল টোকাটিও সহ্য করতে হয় না। এখান থেকেই তৈরি হয় উচ্চাভিলাষী ধনিক শ্রেণীর শ্রমিক। এরা আরাম আয়েশে পড়াশোনা শেষ করে কাদা মাটির সোনার বাংলায় নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে না। সুখের ঘি খুঁজতে গিয়ে শ্রম বিনিয়োগ করে বিদেশের সেবায়। শ্রেণী বৈষম্য সৃষ্টি হয় এভাবেই।

টি বছর খ. ১৫ কোটি বছর
টি বছর ঘ. ২১ কোটি বছর
রা কত ভাগ হাইড্রোজেন?
খ. ৬৫%
ঘ. ৪৫%
রা কত ভাগ হিলিয়াম?
খ. ৪৪%
ঘ. ৫৪%
রা কত ভাগ অন্যান্য গ্যাস?
খ. ৩%
ঘ. ৪%
গ্যাস কত?
কি. মি খ. ৪০৮৮ কি.
. মি. ঘ. ৪৮৮ কি.
র কোন গ্রহের তাপমাত্রা
খ. শুক্র
ঘ. মঙ্গল
বের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায়
উষ্ণ বলে
নেই বলে
অস্তিত্ব নেই বলে
ক তাপের জন্য
শুক্রের দূরত্ব কত?
টি কি. মি খ. ৩.৩ কোটি
টি কি. মি ঘ. ২.৩ কোটি

বিদ্যাল

erb of the world 'Ability'?
able c. Ably d. Able
noun of the word 'Beautiful'
uty c. Beautifully d. Beaute
e gathers no moss-what is
iciple c. Verbal Noun d. Adj
ect preposition 13-17.
—— Commonsense.
troduction d. at
een blow-by the storm.
ff d. out
his friends in tears.
against d. beside
—— me about the marriage.
d. from
our help.
for d. with
with the correct phrase 18
oes before entering the mosq
ff c. put away d. put n

া : স্পো

২. শিক্ষক ছেলেদের গোলম
বলেন– The teacher te
no to make noise.
৩. ডাক্তার বস্তিবাসীদের বা
বলেন– The doctor ask
dwellers not to eat s
৪. ধর্ম আমাদের অসৎ না হ
Religion teaches us
dishonest.
এভাবে verb-এর presen
আগে not to যুক্ত করে বা
পড়তে হবে।
নিম্নে বিভিন্ন present for
+ to + verbs সমন্বয় ক
তৈরি করা হলো। এগুলো
হবে।
১. সে না দাঁড়াতে চায়।
He wants not to st
ভুমি সাঁতার না কাটতে
You want not to swi